দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 APR 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 9

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

আমাদের সামনে জনগণের ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লড়াই

শামসুল আলম খান ও নিয়াজ পাশা ॥ প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ; অনুকূল পরিবেশ আমাদের প্রকৃতিকে করেছে সুজলা-সুফলা। আমাদের রয়েছে আধুনিক কৃষি জ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তি। তবে একথা সত্য, আজও আমরা উন্নয়নের কাংক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হতে পারিনি। আজ আমাদের সামনে নতুন লড়াই— জাতির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লড়াই, জনগণের ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লড়াই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন, উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের সরকার ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি চুক্তি সম্পাদন করেছে। এ চুক্তি আমাদের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অপরিমেয় সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

গতকাল শনিবার সকালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিশেষ সমার্বতনে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী, সবুজ বিপ্লবের জনক ডঃ নরম্যান আর্নেস্টি বোরলগকে সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে তিনি একথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, চ্যান্সেলর ও ভিসি ডঃ বোরলগকে নিয়ে কাল গাউন পরিহিত অবস্থায় সুদৃশ্য সমাবর্তন র‍্যালী সহকারে অনুষ্ঠানস্থলে পৌছেন। জাতীয় সঙ্গীত ও কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলে চ্যান্সেলর সমাবর্তনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ হোসেন নোবেল

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

আমাদের সামনে জনগণের ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লড়াই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লরিয়েট ডঃ বোরলগকে সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স (অনারিস কজা) ডিগ্রী প্রধানের জন্য চ্যান্সেলরের নিকট 'সাইটেশন' উপস্থাপন করেন। মঞ্চে ছয় অনুষদের ডীন, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটির সমন্বয়ক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রেজিস্ট্রার এম এ হান্নান খান। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ আমানউল্লাহ, সংসদ সদস্য, প্রাক্তন ভিসি, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিজি, ডিএই-এর ডিজি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী নির্দিষ্ট সময়ে হেলিকপ্টারযোগে ক্যাম্পাসে আসেন ও কড়া নিরাপত্তার মধ্যদিয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ বোরলগকে সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রী প্রদানের জন্য আজকের এ বিশেষ আয়োজন নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য এক স্মরণীয় ঘটনা। এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে পেয়ে আমরা গৌরববোধ করছি। দেশে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার পথিকৃত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডঃ বোরলগকে সম্মানসূচক ডিএসসি প্রদান- এ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাকে উর্ধ্বে তুলে ধরবে বলে আমি মনে করি।

অতি সম্প্রতি প্রণীত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর অন্যতম লক্ষ্য হল দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। এ পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কৃষিখাতের উপর। কৃষি ব্যবস্থাকে জোরদার করতে কৃষি কমিশন গঠন করা হয়েছে। এ কমিশনের উদ্যোগে শস্য, মৎস্য, পশুসম্পদ ও বন উপখাতে স্থিতিশীল ও সম্ভাবনাময় কৃষিনীতি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষক, গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মীর মাঝে কার্যকর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া, কৃষিখাতে ভর্তুকি প্রদান, আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ উন্নয়নের বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গঙ্গা চুক্তির ফলে সেচ, আভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল, মৎস্য চাষ, বনায়ন ও পরিবেশের উন্নতি দ্রুততর হবে। সেচ ব্যবস্থার অব্যাহত সম্প্রসারণের ফলে উফশী ধান ও গমের আবাদী এলাকা বেড়ে গেছে এবং খাদ্য উৎপাদনে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। দেশের কৃষি খামারগুলো আজ নতুন চেহারা ধারণ করছে এবং বর্ধিত খাদ্য উৎপাদনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বা কৌশলকে অবশ্যই দেশের কৃষি পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আমাদের ভূমি ও পানির সম্ভাবনাকে সম্পদে পরিণত করতে কৃষি, শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করতে চাই। কৃষিক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরে কৃষিবিদদের ভূমিকার প্রশংসা করে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন শস্যের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নের ব্যাপারে এ বিশ্ববিদ্যালয় আগামীতে আরো বেশী করে গবেষণার কাজ হাতে নেবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী ডঃ বোরলগকে বিশ্ব শান্তি ও মানব কল্যাণে জীবনব্যাপী সাধনার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও নতুন জ্ঞান আবিষ্কারের মাধ্যমে কৃষি বিজ্ঞানের রাজ্যকে তিনি বিপুলভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। উচ্চ ফলনশীল গম আবাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও এই বিজ্ঞানীর প্রতিভার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁর বিস্ময়কর মেধার কাছে বিশ্বের প্রত্যাশা আজও অনেক। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনার প্রতিভাদীপ্ত ও কল্যাণমণ্ডিত পথ অনুসরণ করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্য অর্জন করতে চায় বাংলাদেশ।

বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডঃ বোরলগও বক্তব্য রাখেন। ভিসি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ হোসেন তাঁর বক্তৃতায় ডঃ বোরলগকে বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আপনিই প্রথম মানবিক কল্যাণে শস্যের অপরিমেয় সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটন করে শস্য চাষের সময় ও বালাই আক্রমণ সংক্রান্ত দীর্ঘকালীন সমস্যার সমাধান করে বিশ্বকে নতুন পথ দেখিয়েছেন। ডঃ বোরলগ ক্ষুধা, অপুষ্টি নিরসনে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি আনন্দিত। সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী ডঃ বোরলগকে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করেন। সমাবর্তনকে ঘিরে ক্যাম্পাসকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়। উল্লেখ্য, চার মাসের মধ্যে সমাবর্তনে অংশ নিতে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয়বার আগমন ঘটে এখানে। ডঃ বোরলগই হচ্ছেন সর্বপ্রথম বিদেশী বিজ্ঞানী যাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে ডক্টর অব সায়েন্স সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করা হল।